দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ SEP 10 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

উচ্চশিক্ষা স্তরে অর্ধলাখ আসন সঙ্কট

সামনে ভর্তিযুদ্ধ : শিক্ষার্থী-অভিভাবক স্বস্তিতে নেই কেউ

ইনকিলাব রিপোর্ট

রাজনের অস্বস্তি কাটছে না। গত এইচএসসি পরীক্ষার পর থেকে প্রতিটি দিনক্ষণ অস্বস্তিতে কাটছে রাজনের। গত আড়াই মাস অস্বস্তি ছিল পরীক্ষার ফল কি হবে তা নিয়ে। সেই অস্বস্তির অবসান হয়েছে। সে জিপিএ-৫ পেয়েছে। কিন্তু এখন আবার নতুন চিন্তা ভিড় করেছে তার মাথায়। অস্বস্তি আর অস্থিরতা পেয়ে বসেছে তাকে। এখন তার চিন্তা উচ্চশিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে তো? এই অস্থিরতা অস্বস্তি কেবল রাজনের একার নায়। বুয়েট, মেডিকেলসহ নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাওয়া না পাওয়ার চিন্তায় উদ্বিগ্ন সর্বোচ্চ গ্রেড পয়েন্ট জিপিএ-৫ পাওয়া প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থীর ভেতরেই। কারণ জিপিএ-৫ পাওয়ার পরও তাদের ভর্তিযুদ্ধে অংশ নিতে হবে। সবমিলিয়ে এইচএসসিতে ভাল ফল করেও প্রায় লাখো শিক্ষার্থী স্বস্তিতে নেই। শিক্ষার্থীর সাথে সাথে অনেক মা-বাবার মাঝেও শঙ্কা সংশয় দেখা দিয়েছে পরবর্তী উচ্চশিক্ষা নিয়ে। কারণ ভাল করেও তাদের সন্তানকে আবার নতুন করে ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। ভর্তি কোচিং করাতে হবে। সন্তানদের নিয়ে আবার দৌড়ঝাঁপ করতে হবে। এছাড়া এবারের পরীক্ষায় পাসের হার নতুন সঙ্কট দেখা দেবে। সারাদেশের সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা স্তরের আসনের তুলনায় এবারে বেশী পরীক্ষার্থী পাস করেছে। ফলে আসন সঙ্কটও দেখা দেবে। এতে প্রায় অর্ধলক্ষাধিক শিক্ষার্থী আসন সঙ্কটের কারণে উচ্চ শিক্ষা ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে বলেও শঙ্কা সংশয় দেখা দিয়ে হিসাব অনুযায়ী সাতটি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় এবা করেছে ২ লাখ ৬৩ হাজার ৩৫৮ জন শিক্ষার্থী। এছাড়া কা এইচএসসি ভোকেশনাল ও মাদ্রাসার আলিম স্তরে পাস শিক্ষার্থীসহ মোট পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ লাখ ৩৫ হাজার জন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়

৫-এর পৃঃ ৮-এর কঃ ৫

উচ্চশিক্ষা স্তরে আসন সঙ্কট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি), বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (ব্যানবেইস) ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সরকারী বেসরকারী হিসাব মিলিয়ে উচ্চশিক্ষা স্তরে আসন সংখ্যা পৌনে তিন লাখের কিছু বেশী। সে হিসেবে আসন সঙ্কটের কারণে প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

হিসাব থেকে দেখা গেছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনার্সের আসন সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ২৭ হাজার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনার্স কলেজগুলোতে ১ লাখ দশ হাজার, ডিগ্রি কলেজগুলোতে ৯০ হাজার, ফাজিল মাদ্রাসাগুলোতে ৩০ হাজার এবং সরকারী বেসরকারী মেডিকেল কলেজ ও লেদার এবং টেক্সটাইল টেকনোলজি কলেজ মিলে ৫ হাজার আসন রয়েছে। অর্থাৎ সব মিলে উচ্চশিক্ষা স্তরে আসন সংখ্যা পৌনে তিন লাখের কিছু বেশী। অথচ শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম বলেছেন, উচ্চশিক্ষা স্তরে আসন সংখ্যা ৭ লাখ। এইচএসসির ফল প্রকাশ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য উল্লেখ করেন। একদিকে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব অপরদিকে শিক্ষা সচিবের তথ্য। শিক্ষা সচিবের তথ্যের সাথে বাস্তবতার ফারাক বিস্তর। যদি শিক্ষা সচিবের ৭ লাখ আসন সঠিক ধরে নেয়া হয়, তাহলে এবার উচ্চশিক্ষা স্তরে আড়াই লাখ আসন খালি থাকবে।

তবে, আসনস্বল্পতা সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এসএমএ ফায়েজ বলেছেন, পাসের হার বাড়লেও সে অনুযায়ী আমাদের আসন সংখ্যা বাড়ছে না। উচ্চশিক্ষায় আমাদের